তারিখ 22 MAR 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষার ৮৯ কোটি টাকা অপব্যয়

॥ সারোয়ার সুমন, চট্টগ্রাম অফিস ॥

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে শুধু চট্টগ্রাম জেলায় গত পাঁচ বছরে উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে ৮৯ কোটি টাকা। ৬ থেকে ১১ বছরের বয়সী সকল শিশুকে স্কুলে আনতে প্রণোদনা হিসেবে এ অর্থ কাগজে-কলমে খরচ হলেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের খাতায় দেখা যাচ্ছে 'শূন্য'। কারণ ২০০২-০৩ সালে উপবৃত্তি প্রকল্পের শুরুতে জেলার ১৪ উপজেলায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫ লাখ ৭ হাজার ৯৮০ জন হলেও ২০০৭-০৮ অর্থ বছর শেষে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৬২ হাজার ১৩৯ জনে। অর্থাৎ ৮৯ কোটি টাকা সরকারি কোষাগার থেকে নিঃশেষ হয়ে গেলেও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা না বেড়ে বরং কমেছে।

শুধু চট্টগ্রাম নয়, উপবৃত্তি প্রকল্পের টাকা 'অর্থহীন'ভাবে খরচ করার চিত্র পাওয়া গেছে সারাদেশের অবশিষ্ট ৬৩ জেলাতেও। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ২০০৮ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনেই স্বীকার করা হয়েছে এই সত্যটি। অথচ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রাথমিক শিক্ষার আগ্রহ তৈরি করার পন্থা নির্ধারণ করতে শুধু সেমিনার ও প্রশিক্ষণেই প্রকল্প কর্মকর্তারা প্রতি বছর ব্যয় করেছেন প্রায় ৭৫ লাখ টাকা। উপবৃত্তির অর্থ বন্টন করতে সহযোগিতা করায় রাষ্ট্রায়ত্ত ৬ ব্যাংককে সার্ভিস চার্জ বাবদ শুধু গত বছরেই পরিশোধ করতে হয়েছে ৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। আর প্রকল্প কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ায় প্রকল্প স্কুল, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও বিভাগীয় উপ-পরিচালকদের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ভাতা বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হয়েছে ৬ কোটি ৪২ লাখ ৩৬ হাজার টাকা।

উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনেও ব্যাপক অনিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের ৯ম পৃষ্ঠায় বলা হয়, প্রায় ৩৫ হাজার স্কুল পরিদর্শন করে সারাদেশের উপবৃত্তি কার্যক্রমকে ঘিরে ব্যাপক (১৯শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

শিগগিরই ১৭ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে

.... গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

॥ গোপালগঞ্জ সংবাদদাতা ॥

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন বলেছেন, নতুন নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলার পাশাপাশি দ্রুত ১৭ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। এরপর সরকারের আরো ৪৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার পরিকল্পনা আছে। তিনি বলেন, শিক্ষকদের বেতন কাঠামো তিন (১৯শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষার

(২০ পৃঃ পর)

অনিয়মের চিত্র পাওয়া গেছে। উপবৃত্তি প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করায় দেশের ৬৪টি জেলায় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ৪৩৫টি বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে। কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে ৭৪৭টি ঘটনায়। শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছে ১০৭ জনকে। প্রকল্পের টাকা নয়-ছয় করায় ইনক্রিমেন্ট বন্ধ রাখা হয়েছে ৩৪১ জন শিক্ষকের, বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে ২২ জন শিক্ষককে। তার আত্মসাৎকৃত অর্থ ফিরে পেতে ফৌজদারী মামলা করা হয়েছে ৩টি। বিধিবহির্ভূতভাবে বিতরণকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে ২ লাখ ৬৩ হাজার ৪৩৫ টাকা জমা দেয়া হয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামে এসে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'যে উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করেছে তা এখনও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছেনি। এজন্য কি করণীয় তা নির্ধারণ করতে মাঠ পর্যায়ে যাচ্ছি আমরা। তৃণমূল থেকে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনা করে দ্বিতীয় পর্যায়ে তা বাস্তবায়ন করা হবে।' ভর্তির হার বাড়াতে ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমাতে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে বলে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় মন্তব্য করেন তিনি। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয় গত মাসে।

ব্যাংকের অনিয়ম

উপবৃত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে আলাপ করে জানা যায়, যথাযথভাবে তদারকির অভাবেই সরকারি টাকা নিয়ে এমন অনিয়ম করছে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই। রাষ্ট্রায়াত্ত ৬ ব্যাংক সোনালী, রূপালী, অগ্রণী, জনতা, কৃষি ও রাকাব ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে প্রতি ১০০ টাকা বিতরণে সার্ভিস চার্জ বাবদ আড়াই শতাংশ অর্থ দেয়া হলেও উপবৃত্তির টাকা তারা নিয়মানুযায়ী বিতরণ করছেন না। উপবৃত্তির টাকা পেতে হয়রানির মুখোমুখি হওয়ায় অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। বিভিন্ন অজুহাতে মাসের পর মাস উপবৃত্তির টাকা আটকে রেখে অন্য খাতে সে টাকা ব্যয় করছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। আবার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কেন্দ্রীয় শাখা উপবৃত্তির টাকা স্থানীয় শাখায় বিতরণ না করে তাদের মাসিক উদ্বৃত্ত থেকে উপবৃত্তির টাকা পরিশোধ করার আদেশ দিচ্ছে। এতে নিরুৎসাহিত হচ্ছে স্থানীয় ব্যাংক। তাই লোকবল ও নিরাপত্তাহীনতার অজুহাত দেখিয়ে মফস্বলের ব্যাংকগুলো টাকা বিতরণ করতে দেরি করছে। উপবৃত্তি প্রকল্প নিয়ে পরিচালিত প্রতিটি গবেষণা প্রতিবেদনে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের এ অনিয়মের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু গত পাঁচ বছরেও এ ব্যাপারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। অথচ ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে শুধু সার্ভিস চার্জ বাবদ সোনালী ব্যাংককে ১ কোটি ৩৭ লাখ ১০ হাজার টাকা, রূপালী ব্যাংককে ৭২ লাখ ৭৪ হাজার টাকা, জনতা ব্যাংককে ২ কোটি ৮০ লাখ ৪৭ হাজার টাকা, কৃষি ব্যাংককে ৬৪ লাখ ৮৯ হাজার টাকা, অগ্রণী ব্যাংককে ৫৬ লাখ ২০ হাজার টাকা ও রাকাব ব্যাংককে ৬ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে মন্ত্রণালয়।

উপবৃত্তির শর্ত শিথিল

উপবৃত্তির টাকা নিয়ে অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যায়ের মেয়াদকাল ধরা হয়েছে ২০১৩ সাল পর্যন্ত। ভর্তির হার বাড়াতে এ পর্যায়ে উপবৃত্তির শর্ত কিছুটা শিথিল করেছে মন্ত্রণালয়। ৮৫ শতাংশ হাজিরা, বার্ষিক পরীক্ষায় ৪০ শতাংশ নম্বর ও দরিদ্র হওয়ার শর্ত অপরিবর্তিত থাকলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ১০ শতাংশ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের শর্ত উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি পরিবর্তন করা হয়েছে টাকা বিতরণের শর্তও। আগে একটি পরিবারে একাধিক সদস্য যৌথভাবে ১২৫ টাকা পেলেও এখন এদের মধ্যে একজন যদি শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তবে অপরজনকে একক কার্ডে ১০০ টাকা দেয়ার নতুন নিয়ম চালু করেছে মন্ত্রণালয়। এতে উপবৃত্তি প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন আরও দুরূহ হবে বলে মন্তব্য করেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। তাদের মতে, আগে ১২৫ টাকা পেতে যৌথ সদস্যের উপবৃত্তির সব শর্ত পূরণ বাধ্যতামূলক ছিল। এখন একজন খারাপ করলেও যেহেতু অপরজন ১০০ টাকা পাবে সেহেতু ভালো করার তাগিদটা আর অনুভব করবে না শর্ত পূরণে ব্যর্থ শিক্ষার্থী। নতুন এ নিয়মে সরকারের বরাদ্দের পরিমাণও বেড়ে যাবে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের অভিমত।